হোম কোয়ারান্টিনে ভিনরাজ্য ফেরতরা

ধূপগুড়ি, ২৫ মার্চ : নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে বাড়িতেই স্বেচ্ছায় আইসোলেশনে যাচ্ছেন ভিনরাজ্য ফেরত বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই ধূপগুড়ি থানায় ফর্ম জমা করে বুধবার বিকেল পর্যন্ত ৫৬ জন স্বেচ্ছায় আইসোলেশনে গিয়েছেন। তাঁদের প্রতি মুহূর্তে চিকিৎসকরা নজরে রেখেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ভিনরাজ্য থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকশো মানুষ বাড়ি ফিরেছেন। তাঁদের ব্লক প্রশাসন, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তৎপরতায় ট্রেন থেকে নামার পর স্টেশনেই থার্মাল গান দ্বারা প্রাথমিক চেকআপও করা হয়েছে। তারপরও অনেক গ্রামেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

সম্প্রতি ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি–১ ও ২ ও অন্য গ্রামাঞ্চলে ভিনরাজ্য থেকে আসা বাসিন্দাদের নিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়। ওই বাসিন্দারা নিজে থেকেই ঘরবন্দি থাকছেন। তবে অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছিল। লকডাউনের পর অবশ্য ওই আতঙ্ক অনেকটাই কেটেছে গ্রামবাসীদের। পাশাপাশি পুলিশও ফর্ম পূরণের মাধ্যমে কেউ আইসোলেশনে থাকতে চান কি না সেটাও গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। সেই ভিত্তিতে বর্তমানে গ্রামে প্রচারও চালানো হচ্ছে এবং বাসিন্দারাও যথেষ্ট সজাগ হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছেন। জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'মানুষ নিজে থেকে ফর্ম পূরণ করে আইসোলেশনে থাকছেন। চিকিৎসকরা তাঁদের প্রতিমুহূর্তে মনিটরিং করছেন। তার বাইরে কারও কোনও প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে জানাতে পারে। পুলিশও এই বিষয়ে সতর্ক এবং সাবধান রয়েছে।'

চা বাগানে অবৈধ মদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান। ছবি : সুভাষচন্দ্র বসু

অবৈধ মদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান

বেলাকোবা, ২৫ মার্চ : চা বাগানে অবৈধ মদের রমরমা ব্যবসা চলছে। কেবল চা বাগিচার বাসিন্দারাই নয়, মদ কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন আশেপাশের গ্রামের মানুষও।

শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুর ভাণ্ডারপুর চা বাগানে এই ব্যবসা চলছে। খবর পেয়ে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ ও রাজ্য আবগারি দপ্তর যৌথভাবে বুধবার বিকালে শিকারপুর এবং ডিভিশন চা বাগান ভাণ্ডারপুরে অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদ সহ মদ তৈরির পাত্র ভাঙচুর করে। আটক করে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ মদ ও বাসনপত্র। বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি সুব্রত সাহা বলেন, 'প্রচুর পরিমাণে চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও অবৈধ ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যায়।'

মানুষের উপস্থিতিতে চাঞ্চল্য রামশাইতে

ময়নাগুড়ি, ২৫ মার্চ : রিসর্টে মানুষের উপস্থিতিতে চাঞ্চল্য ময়নাগুড়ির রামশাইতে। জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই এলাকার এক বেসরকারি রিসর্টে মঙ্গলবার রাতে বেশ কিছু মানুষজন দেখতে পান স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবি, জঙ্গল ঘেঁষা চাকুলার হাট সংলগ্ন এলাকার একটি বেসরকারি রিসর্টে বেশ কিছু মানুষকে তাঁরা দেখতে পান। করোনা আতঙ্কের জেরে সারাদেশে যখন লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে, সেই মুহূর্তে কীভাবে রিসর্টে মানুষ উপস্থিতি থাকেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এলাকাবাসী। ময়নাগুড়ির বিডিও ফিন্টোশ শেরপা জানান, এই ধরনের কোনও ঘটনা হয়ে থাকলে বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখ ব্যবস্থা নেবেন।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বেলাকোবা, ২৫ মার্চ : বুধবার সকাল নয়টায় এক প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুর হাটে সরকারি মার্কেট কমপ্লেক্সের সিঁড়ির উপর গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার হয়। মৃতের নাম কেশব সাহা(৭৫)। জনৈক বাদল দাসের বক্তব্য, বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর এক ছেলের সঙ্গে তিনি মার্কেট কমপ্লেক্সে থাকতেন। সবজি বিক্রি করে তাঁর সামান্য আয় হত।

খবর পেয়ে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সুব্রত সাহা জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

লকডাউনের মাঝেই মাটি কাটার কাজ

সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল কর্মী ও প্রধান

ধূপগুড়ি, ২৫ মার্চ : বুধবার সকালে গ্রামে মাটি কাটার কাজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একশো দিনের কাজ বলে দাবি করেন এক তৃণমূল কর্মী। পালটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানও সোশ্যাল মিডিয়াতেই তার জবাব দেন। ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড়আলতা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫/১৬০ নম্বর বুথে কয়েকজন শ্রমিক মাটি কাটছিলেন। ওই মাটি কাটার কাজটি একশো দিনের কাজের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় রায় সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিও ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে লকডাউন চলাকালীন কীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একশো দিনের কাজ চলছে। কিন্তু এরপরই ঝাড়আলতা–১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মমতা রায়, ওই তৃণমূল কর্মী ইচ্ছাকৃতভাবে বদনাম করতেই মিথ্যা প্রচার করেছেন বলে দাবি করে পালটা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করেন।

দুজনের এই তর্জার মধ্যে শ্রমিকরা ভীত হয়ে কাজ বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানের নিজের অংশে ওই কাজটি একশো দিনের কাজ নয়, শ্রমিকরা নিজে থেকেই কাজটি করছিলেন। এমনকি ঘটনার পর প্রধান শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়েও কথা বলেছেন। মমতা রায় বলেন, 'করোনা আতঙ্ক ও আক্রমণ ঠেকাতে আগেই কাজ বন্ধ করা হয়েছে।' ঘটনাটি নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে বলেও দাবি করেন প্রধান।

এদিকে সঞ্জয় রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তা সম্ভব হয়নি। তবে সঞ্জয় রায়ের ভিডিওতে লকডাউন চলাকালীন কীভাবে প্রধানের নিজের পার্টে একশো দিনের কাজ করা হচ্ছে সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

ধূপগুড়ির বিডিও শঙ্খদীপ দাস বলেন, 'সকালেই ওই এলাকা থেকে একশো দিনের কাজ করা হচ্ছে বলে ফোন এসেছিল। খোঁজ নিয়ে দেখা হয়েছে, সেখানে সরকারি কোনও কাজই চলছে না। স্থানীয় কয়েকজন নিজেদের উদ্যোগে কাজ করছিলেন।'

শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়ে কাজের খোঁজ নিচ্ছেন প্রধান। ছবি : শুভাশিস বসাক

মাস্ক বিতরণ

চাকুলিয়া, ২৫ মার্চ : করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে বুধবার গোয়ালপোখর থানার এক পুলিশ আধিকারিকের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ করা হল। পুলিশ সূত্রে খবর, করোনার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে গোয়ালপোখর থানার বিভিন্ন বাজারে মাস্কের কালোবাজারি শুরু হয়েছে। অসিত চক্রবর্তী নামে এক পুলিশ আধিকারিক নিজের উদ্যোগে বাসিন্দাদের মধ্যে এদিন মাস্ক বিতরণ করেন। তিনি বলেন, 'সাহাপুর এলাকায় ডিউটি পালন করতে গিয়ে দেখছি, অনেক বাসিন্দা মাস্ক ছাড়াই প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করছেন। তাই বাইরে থেকে মাস্ক কিনে এনে এদিন বাসিন্দাদের মধ্যে বিতরণ করলাম।' এলাকার এক বাসিন্দা সন্তোষ মোদক বলেন, 'ওই পুলিশ অফিসারের উদ্যোগে এলাকার বাসিন্দারা খুব খুশি।' গোয়ালপোখর থানার ওসি বিশ্বনাথ মিত্র বলেন, 'মাস্ক ও স্যানিটাইজারের প্রচুর ঘাটতির মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের অনেক পুলিশকর্মীকে। এত সমস্যার পরেও তিনি বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়িয়ে এমন কাজটা করেছেন সত্যিই তা প্রশংসার যোগ্য।'

স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ মার্চ : করোনা রুখতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের ভুরিয়াখালি গ্রামের মানুষ নিজ উদ্যোগে গৃহবন্দি হলেন। বুধবার স্থানীয় উদয়ন সংঘ ক্লাবের সদস্যরা গ্রামের তিনটি প্রবেশপথ অন্যদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। ওই এলাকার বাসিন্দা রাজু দাস, তাপস দাস, মিন্টু দাস প্রমুখ এদিন মহানন্দা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা, মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টের কাছে এবং বাদলাকাটার রাস্তায় বাঁশ বেঁধে বন্ধ করে দিয়েছেন। স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক প্রাণহরি দাস জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে লকডাউন চলছে। সেজন্য সকলে যাতে বাড়িতেই থাকেন এবং বাইরের কেউ গ্রামে প্রবেশ করতে না পারেন সেই জন্য তাঁরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

করোনা সচেতনতা শিকেয় ময়নাগুড়ি হাটে ভিড়

লকডাউনের নির্দেশ সত্ত্বেও ময়নাগুড়ি বাজারে হাজারো মানুষের ভিড়। ছবি : অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৫ মার্চ : বুধবার ময়নাগুড়ি হাটে কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত হল। এই জমায়েতের ফলে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে প্রশাসনের লকডাউন কার্যত প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে মাইকে জমায়েত সরানোর ব্যাপারে প্রচার চালানো হয়। বুধবার ছিল ময়নাগুড়ি রোডের হাট। উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ হাট এটি। প্রতি হাটে কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা হয়। এদিন সকাল থেকে আশেপাশের এলাকার বহু মানুষ হাটে হাজির হন। বেশিরভাগ মানুষেরই মাস্ক ছিল না। ভোর থেকে শুরু হওয়া এই হাট দুপুর পর্যন্ত জমজমাট থাকে। হাটে উপস্থিত ময়নাগুড়ি উল্লারডাবরি এলাকার বাসিন্দা রবি রায় বলেন, 'সরকারি নির্দেশ শুনেছি। কিন্তু পেটের টানে ব্যবসার জন্য হাটে আসতে হয়েছে।'

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ঝুলন সান্যাল জানান, একসঙ্গে অনেক মানুষের জমায়েত নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু ময়নাগুড়ি রোডের হাটে এদিন একসঙ্গে অনেক মানুষ হাজির হন। ব্লকের যে কোনও প্রান্তে একসঙ্গে অনেক মানুষ জমায়েত করলেই পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার দাবি

কানকি, ২৫ মার্চ : কানকি প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার দাবি জানাতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে বিশাল এলাকার মানুষ নির্ভরশীল। ফলে মহকুমা হাসপাতালে প্রতিদিন বহু রোগী আসেন। হয়রানির শিকার হতে হয় অনেককে। কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাধারণ চিকিৎসা পরিষেবা থাকলেও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা নেই। তাই পরিকাঠামো ঢেলে সাজিয়ে কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে পরিণত করা হলে সেখানে অনেকে চিকিৎসা করাতে পারবেন। একই সঙ্গে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের বিকল্প হিসাবেও এই হাসপাতালকে ব্যবহার করা যাবে।

গোয়ালপোখর–২ ব্লকের কানকি, নিজামপুর–১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, সূর্যাপুর–১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি বিহারের একাংশের বাসিন্দারা কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া জাতীয় সড়কের পাশেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র হওয়ায় দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রথম এখানেই আনা হয়। এছাড়া সাধারণ রোগী তো আছেই। দিনে দিনে রোগীদের চাপ বেড়ে যাওয়ায় হাসপাতালে পরিজনদের পরিষেবা পেতে সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অনেকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা না পেয়ে অন্য জায়গায় চিকিৎসার জন্য যেতে বাধ্য হন।

কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সভাধিপতি তথা স্থানীয় সিপিএম নেতা সর্দার অশোক সিং বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে উন্নতমানের হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা চেষ্টা চালিয়েছিলাম। হাসপাতাল তৈরির জন্য জমিও রয়েছে। গ্রামীণ হাসপাতাল বা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল তৈরি হলে এলাকার চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত হবে।' কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান মহম্মদ আবুল হোসেন বলেন, 'কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে কীভাবে উন্নত করা যায়, তা নিয়ে এখন কোনও আলোচনা হচ্ছে না। এলাকাবাসীর দাবি থাকতেই পারে। তবে এটি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য দপ্তরের বিষয়। আমরা এ বিষয়ে একাধিকবার স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুজন চিকিৎসক নিয়মিত পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন।' উত্তর দিনাজপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ প্রধানকে ফোনে পাওয়া না গেলেও ওই দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতাল অথবা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলার মতো কোনও প্রস্তাব এখনও দপ্তরের কাছে আসেনি। যদি আসে তাহলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

ভিনরাজ্য ফেরতদের বাড়িতে পোস্টার

চোপড়া, ২৫ মার্চ : চোপড়া ব্লকে ভিনরাজ্য ফেরত হোম কোয়ারান্টিনে থাকা শ্রমিকদের বাড়িতে পোস্টার লাগানো শুরু হল। বুধবার ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার মারা হয়। এদিন চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজহারউদ্দিন উপস্থিত থেকে কয়েকটি এলাকায় পোস্টারিং করিয়েছেন। পোস্টারে হেল্পলাইন নম্বর, শ্রমিকের নাম, কতদিন পর্যন্ত কোয়ারান্টিনে থাকতে হবে সেগুলির উল্লেখ রয়েছে। দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ ডাঃ রাহুল সরকার বলেন, 'এদিনও দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দলুয়াতে স্ক্রিনিং টেস্ট হয়েছে। কয়েকদিনে ভিনরাজ্য ফেরতদের অধিকাংশেরই স্ক্রিনিং টেস্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। তবে এলাকায় মানুষের মধ্যে আরও সচেতনতার প্রয়োজন।'

কর্মখালি

Spot Income, পার্টটাইম কাজ করে ভালো আয় করতে পুরুষেরা যোগাযোগ করুন ঃ–9432829650. (C/88377)

●

নিজের জেলায় 2–3 ঘণ্টা কাজ করে Extra আয়ের সুযোগ। Ph.–9432546842. (C/88611)

●

যে–কোনও যোগ্যতায় নিজস্ব জেলায় পার্টটাইম Job শুধু পুরুষদের জন্য। (M) 7478447971. (C/88361)

●

বাড়িতে বসে ফর্ম ফিলআপে বা টাইপের কাজে আয় করুন ১৮,০০০/– পর্যন্ত। পেমেন্ট লিখিত গ্যারান্টিতে। রায়গঞ্জ–9804500175. (PKB)

●

Anandaloke Sonoscan Siliguri needs Ward Boy. Age below 30 yrs with Motor Bike/Scooter Driving License. Salary Rs. 5000/–. Contact–8116610703. (C/88399)

অনুষ্ঠান বাতিল

আগামী ১১, ১২ ও ১৩ই এপ্রিল–২০২০ (শনি, রবি ও সোমবার) শিলিগুড়ি ভারত সেবাশ্রম সংঘের '৪৬তম বার্ষিক মহোৎসব', 'করোনা ভাইরাস' জনিত কারণে বাতিল করা হল। আশ্রমধ্যক্ষ স্বামী ধর্মাত্মানন্দজি মহারাজ জানান, এই বিপদের দিনে দেশ, জাতি ও সমাজের স্বার্থে মানুষের পাশে থেকে কাজ করব এজন্য আশ্রম ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন মিলন মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলিও এ বছর বাতিল করা হয়েছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে 'করোনা প্রতিরোধে' সচেতন হই। আপনারা ভালো থাকুন, শুভকামনা রইল। – Swami Atishananda (M) 94344–94674.

টিউশন

বাড়ি গিয়ে Tuition. CBSE, ICSE. ক্লাস ঃ (4–10) শিলিগুড়ি। (M) 7478680002. (C/110108)

কোচিং

JEE & NEET Coaching by Resonance, Kota at Siliguri. M–9932885257/8597033464. (C/88385)

বিক্রয়

শিলিগুড়ির পাখালুপাড়াতে পাকা রাস্তার ধারে ৩/৪ কাঠা জমি বিক্রি। প্রতি কাঠা ২,৩৫,০০০ টাকা। M–9832042908. (C/88705)

টাওয়ার

হরপ্রীত কর্পোরেশন ৪জি কোং, ৪জি টাওয়ারের জন্য গ্রামে, শহরে জমি, অগ্রিম–৬৫ লক্ষ, মাসে ৪৫,০০০ + ২টি চাকরি। # 9811014559. (DHL)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস–বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন করা হয়। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি। (M) 97751–37242. (C/88617)

●

মুদ্রা ফিনান্স কোনও ফাইল চার্জ ছাড়াই মার্কশিট, প্রপার্টি লোন দিচ্ছে 4 দিনের মধ্যে। 2% ইন্টারেস্ট। মহিলাদের জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট। 8755583531, 8287941581. (Kol)

প্রতিমার বায়না বাতিল মাথায় হাত মৃৎশিল্পীদের

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : মৃৎশিল্পীদের কারখানাতে সারিবদ্ধভাবে বাসন্তীদেবীর প্রতিমার পাশাপাশি অন্নপূর্ণা, কালী এবং গণেশের প্রতিমা রয়েছে। কিন্তু প্রতিমা তৈরির পর একের পর এক 'অর্ডার' বাতিল হওয়ায় জলপাইগুড়ি পুর এলাকার শতাধিক মৃৎশিল্পীর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। সংসারের অর্থের সংস্থান কোথা থেকে হবে তা জানেন না জীবন পাল, সুভাষ পাল, উত্তম পাল, রতন পালরা। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কায় এবার সর্বজনীন এবং পারিবারিক পুজো বাতিল হওয়া প্রায় নিশ্চিত। পুঁজির অভাবের জন্য চড়া সুদে কাবুলিওয়ালাদের কাছ থেকে অর্থ ধার করে প্রতিমা তৈরি করেছেন শিল্পীরা। মূর্তিগুলি এখন কারখানাতেই পড়ে রয়েছে। মৃৎশিল্পীরা কাবুলিওয়ালাদের অর্থ কীভাবে পরিশোধ করবেন তাঁদের জানা নেই। প্রশাসনের তরফে সর্বজনীন বাসন্তীপুজো, অন্নপূর্ণাপুজোর কোনও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। সরকারি নির্দেশ অনুসারে জনসমাবেশ করা চলবে না। এই নির্দেশের মান্যতা দিয়ে পুলিশ–প্রশাসন সর্বজনীন পুজোর অনুমতি বাতিল করে দিয়েছে। অরবিন্দনগরের বাসিন্দা বাবাই পাল জানান, সরস্বতীপুজোর পর তাঁরা তাকিয়ে থাকেন বাসন্তীপুজো এবং অন্নপূর্ণাপুজোর দিকে। প্রতিমা তৈরির প্রতিটি উপকরণের দাম দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় যেসব প্রতিমা তৈরি হয়ে রয়েছে সেগুলির সব অর্ডারই বাতিল করে দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। বিক্রি না হওয়ায় সেগুলি পড়ে রয়েছে কারখানায়। এখন কীভাবে ধার করা টাকা শোধ হবে। আর তাঁদের সংসারই কীভাবে চলবে তা ভেবে পাচ্ছেন না মৃৎশিল্পীরা।

প্রতিমা তৈরি হয়ে গেলেও বায়না বাতিল হয়ে গিয়েছে। ছবি : জ্যোতি সরকার

প্রবীণ মৃৎশিল্পী জীবন পাল বলেন, 'করোনা আতঙ্কে মৃৎশিল্পীদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। আমরা ব্যাংকের দুয়ারে বারে বারে গেলেও ঋণ পাই না। তাই মৃৎশিল্পীরা কাবুলিওয়ালাদের কাছ থেকে মোটা সুদে ঋণ করতে বাধ্য হন। শতাধিক মৃৎশিল্পী কারখানাতে বর্তমানে প্রতিমা তৈরি করে বসে আছেন। প্রতিমার রংয়ের কাজ যখন বাকি তখন একের পর এক অর্ডার বাতিল হচ্ছে। আমরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়েছি।' জলপাইগুড়ি জেলা মৃৎশিল্পী সমিতির সভাপতি রতন পাল বলেন, 'জেলার জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, রাজগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকাতে মৃৎশিল্পীদের মাথায় হাত পড়েছে। সংকটের মুখে পড়েছেন দুই শতাধিক শিল্পী।

চলতি সময়ে বহু বাড়িতে কালীপুজো হয়। পারিবারিক পুজোগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। বাসন্তী এবং অন্নপূর্ণা প্রতিমা তৈরি করতে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ হয়। অর্ডার অনুসারে প্রতিমা তৈরি করে বর্তমানে শিল্পীরা সংকটের মুখে পড়েছেন। আমরা চাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃৎশিল্পীদের সহায়তা করার উদ্যোগ।' জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ বলেন, 'মৃৎশিল্পীদের সমস্যার বিষয়ে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।'

লকডাউনের মাঝে মিল খুলে আটক মালিক

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ মার্চ : লকডাউনের মাঝে কাঠের মিল খুলে বিপাকে পড়লেন এক মিল মালিক। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মতন মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকেই লকডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মাঝে ফাঁসিদেওয়ার গোয়ালটুলি মোড় সংলগ্ন একটি কাঠের মিলে বুধবার দিনভর কাজ চলছিল। অভিযোগ, কয়েকজন শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে কাঠ চেরাইয়ের কাজ চলছিল। ফাঁসিদেওয়া থানায় অভিযোগ পৌঁছাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মিল বন্ধ করে দেয়। অভিযুক্ত মিল মালিককে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

১৪.০৪.২০২০ তারিখে মধ্যরাত্রি ১২টা পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা বাতিল সম্প্রসারণ করা হল

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ এড়াতে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, সকল দূরপাল্লার মেল/এক্সপ্রেস এবং ইন্টারসিটি ট্রেনগুলি (প্রিমিয়াম ট্রেন সহ), সকল প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং সাবার্বান ট্রেনগুলি **১৪.০৪.২০২০ তারিখে মধ্যরাত্রি ১২টা পর্যন্ত বাতিল থাকবে। অবশ্য জনগণের সুবিধার্থে সকল পণ্যবাহী ট্রেন যথারীতি চলবে।**

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

টিকিট বুকিংয়ের জন্য সমস্ত কাউন্টার ১৪.০৪.২০২০ তারিখে মধ্যরাত্রি ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে

রেল যাত্রার জন্য সব ধরনের টিকিট বুকিং ১৪.০৪.২০২০ তারিখে মধ্যরাত্রি ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। কাউন্টারে এবং অনলাইনে সংরক্ষিত/অসংরক্ষিত টিকিট কাটার ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কার্যকর হবে। রেলওয়ে স্টেশনে এবং রেল পরিসরের বাইরে সংরক্ষিত/অসংরক্ষিত উভয় ধরনের টিকিটের ক্ষেত্রে সকল কাউন্টার **১৪.০৪.২০২০ তারিখে মধ্যরাত্রি ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।** ১৪.০৪.২০২০ তারিখে রাত্রি ১২টার পর যাত্রার জন্য সংরক্ষিত টিকিট বুকিংয়ের জন্য ই-টিকেটিং সুবিধা অনলাইনে পাওয়া যাবে।

চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পিএম)

পূর্ব রেলওয়ে

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন ৯০৬৪৮৪৯০৯৬ এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনো এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।